হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 5, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, January 2011

গণনাট্য সংঘের নাটক করতে এসে সফদার হাস্‌মি ঠিক গেঁথে ফেলল মালাশ্রী ভট্টাচার্যকে। দিব্যা ভারতী চলে গেল সাজিদের ঘরে। কিছু জেনে ফেলার অপরাধে তাকে হত্যা করে সরিয়ে দেওয়া হল পৃথিবী থেকে। বাংলার শ্রীলা মজুমদার সাংবাদিক এস এন এম আবদিকে বিয়ে করল। আগেই চলে গেছে শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলার ছেলে বিয়ে করল হিন্দু নায়িকা অমৃতা সিংকে। শাহরুখ খান গৌরীকে, আজাহারউদ্দিন সংগীতাকে। —শিবপ্রসাদ রায়

উস্তিতে রক্তদান কর্মসূচী

গত ২৬শে ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির উদ্যোগে দঃ ২৪ পরগণা জেলার উস্তি বাজারে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে বিরাট রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উস্তি ব্লক ও পাশের মগরাহাট ব্লকে ইতিমধ্যেই হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে তাদের উপর চলছে সেলিম, সুরুল, মাটাল ইত্যাদি নামধারী কুখ্যাত ডাকাত ও সমাজবিরোধীদের অত্যাচার। বহু হিন্দু এলাকা ছেড়ে বারুইপুর, সোনারপুর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অবশিষ্ট বড়লোক হিন্দুরা ঐ গুণ্ডাদের প্রোটেকশন মানি দিচ্ছিল আর গরিব হিন্দুরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ওখানে শুরু হয় হিন্দু সংহতির কাজ। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে গরিব হিন্দুরা মাটি কামড়ে ধরে লড়াই করছিল তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সংহতি, শুরু হল হিন্দু প্রতিরোধ ও প্রতিকার। এলাকার চিত্র পাল্টাতে থাকলো। মানুষ নতুন আশার আলো দেখলো। যে উস্তি বাজারের বুকে হিন্দুরা বহু বছর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি সেখানে পরিস্থিতি বদল হল। ফলে আশাতীতভাবে সফল হল এই রক্তদান কর্মসূচী। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১৪৮ জন যুবক এখানে রক্ত দান করলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। কলকাতার পিপলস্ ব্লাড ব্যাঙ্ক এই রক্ত গ্রহণ করল। যুবকদের উৎসাহে তারা অভিভূত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তপন ঘোষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে আগত প্রবিণী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা প্রতীপ দাশগুপ্ত, অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস, দেবদত্ত মাজি। আশীর্বাদ জানান ডায়মন্ডহারবার গৌড়ীয় মঠের মদন প্রভুজী। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ত্রিদিব ঘোষ এবং নেতৃত্ব দেন সংহতির কর্মকর্তা প্রতাপ হাজরা।

এ মণিহার আজ কার গলায়?

পলতায় খগেন দাস আক্রান্ত

বারাকপুরের পাশে পলতা। পলতা স্টেশনের পাশে রেল লাইনের ধারে রেলের জমি জবরদখল করে অবৈধভাবে মুসলমানদের বসিয়েছিল সিপিএম। সিপিএমের এই মহান পবিত্র কাজের পরিণাম আজ ভোগ করছেন পলতা স্টেশন বাজারের হিন্দু ব্যবসায়ীরা যাঁরা এতদিন তড়িৎ তোপদারকে ভোট দিয়ে এসেছেন।

পলতা বাজারে দর্জির দোকান খগেন দাসের। বাজারে শনি মন্দিরের উপরে বাজার কমিটি একটি রঙিন টিভি সেট লাগিয়ে দিয়েছে যা ওই বস্তির মুসলিম ছেলেমেয়েরাই দেখে। দেখতে দেখতেই নিজেদের মধ্যে হুজ্জোতি করে, নোংরা অশ্লীল গালাগালি করে। এসবই দোকানদারদের সহ্য করতে হয়। কারণ সংখ্যালঘু ভাইদের এসব অত্যাচার সহ্য করাটাই ধর্মনিরপেক্ষতা—এটাই তো মহান বামপন্থী ও ডানপন্থীরা সকলকে শিখিয়েছেন। গত ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভিড় করে টিভি দেখার সময় একটি মুসলিম ছেলে, যার ডাক নাম ক্যাসেট, একটি মুসলিম মেয়েকে মারতে লাগে। মেয়েটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন ঐ ক্যাসেট একটা বড় ইঁট তুলে মেয়েটার দিকে ছোঁড়ে। তখন শনিমন্দিরের পাশ দিয়ে দোকানের কাজেই যাচ্ছিলেন ঐ খগেন দাস। বড় ইঁটটা তার পায়ের কাছে

শেষাংশ ২ পাতায়

পাঁচলায় হনুমান মন্দির ধ্বংস

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার বিকি হাকোলা ও গাববেড়িয়ার গ্রামের সংযোগস্থলের একটি রাস্তা, যেখান দিয়ে মল্লিক বাগান ও সুভরআড়া গ্রামের তাজিয়া যায়। এই তাজিয়া যাবার কয়েক দিন আগে এই ব্যাপারে থানায় একটি সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে ঠিক হয়েছিল যে, মুসলমানরা যখন তাজিয়া নিয়ে কারবালায় যাবে তখন যেন হিন্দুরা ঐ তাজিয়ার কাছাকাছি না থাকে। সেই মতই হিন্দুরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এমতাবস্থায় দেখা গেল তাজিয়া যখন যাবে তার কিছু আগে প্রাক্তন কংগ্রেসী M.L.A ও বর্তমান তৃণমূল নেতা গুলশান মল্লিক এবং পাঁচলা থানার (১৭/১২/১০ শুক্রবার) কর্মরত মুসলমান মেজবাবু নজরুল ইসলাম হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমান এলাকায় ঢোকার মুখে যে সকল হিন্দু-দু তোলা বাড়ি আছে সেই সকল ছাদের উপর গিয়ে VDO ক্যামেরা করে ও শূন্য ছাদ দেখে যায়। এছাড়া হিন্দু বসতির গলিগুলো চেক করে। এরপর তাজিয়ার গ্রুপ থেকে তিন জন ব্যক্তি (১) পোটিপাড়ার নাকউঁচু সেলিম, সেখ সেলিম (গোরা) ও বিকি হাকোলার গাড়োয়ান পাড়ার হাপিজুল হক—এরা তিন জন কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে দেখে হিন্দু বসতির মধ্যে একটিও লোক ছিল না। একটু জড় হয়ে কি বললো। তার পরেই এই তিন জন ''ওরে ইট ছুঁড়ছে'' বলে বলে দৌড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। প্রথমে একটি হনুমান মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। তারপর ভাঙচুর করে বহু দোকান, জরীর কারখানা, ডাক্তারখানা এবং একটি মোটরগাড়ী। সঙ্গে চলে গুলি বোমা ও ইঁট। এতেও ওরা ক্ষান্ত হয়নি। তারপর বাড়িতে ঢুকে চলে মেয়েদের উপর শ্লীলতাহানি। মাত্র চারটি পুলিশের উপস্থিতিতে এই কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়। দু ঘন্টা পর র‍্যাফ আসতে তখন পুলিশ শূন্যে গুলি চালিয়ে তাজিয়ার মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। এই অবস্থায় হিন্দুদের পাশে শাসক ও বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা এসে দাঁড়াচ্ছে না।

১৭/১২/১০ শুক্রবার দাঙ্গাটি শুরু হয় বিকেল ৫টা থেকে, চলে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত।

ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু দোকানগুলির নাম ঃ

(১) শ্যাম কোলের পানের দোকান। (২) রাজকুমার পোল্যের জরি মালের দোকান, বোমা মেরে শাটার ভেঙ্গে দেয়। (৩) নিমাই নাথের চায়ের দোকানের টালি ও উনুন ভেঙ্গে দেয়। (৪) জলধর পাছাল --ফার্নিচার দোকান। (৫) কাশী পাছাল--কাঁচা সবজির দোকান (৬) গোরা সাউয়ের খাবারের দোকান--বাড়ী ছাদে বোমা মারে-বাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গে। (৭) সুকুমার মান্নার স্টেশনারী দোকানের মাল লুঠ ও ভাঙচুর। (৮) সুব্রত মান্নার ঔষধের দোকান। (৯) সঞ্জয় মান্নার ফুল মেশিনের দোকান।

হিন্দু সংহতি - র তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনে

বিরাট হিন্দু সম্মেলন

১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১, সোমবার, বেলা ১টা

স্থান ঃ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলকাতা

সমাবেশে আশীর্বাদ দেবেন ঃ

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ (তপেশ্বরী আশ্রম, বর্ধমান), **বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী** (জগদ্বন্ধু মিশন)

বক্তা ঃ **শ্রী ধনঞ্জয় পাঠক**, সভাপতি, পরশুরাম মঞ্চ, উত্তরপ্রদেশ

শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন, হিন্দুস্থান নির্মাণ দল; **শ্রী অরবিন্দ মিশ্র**, হিন্দু বাহিনী, দিল্লী

শ্রী তুলসী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, আসাম

বিশেষ অতিথি ঃ

ডঃ রিচার্ড বেন্‌কিন (আমেরিকা), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী

শ্রীমতী মিরিয়াম জোন্স (অস্ট্রেলিয়া), ডিরেক্টর, Woman Power

সভাপতিত্বে ঃ **তপন কুমার ঘোষ**

এবারের সম্মেলনের বিশেষ অতিথি

ডঃ রিচার্ড বেনকিন, আমেরিকার বিখ্যাত নিরপেক্ষ সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী, যিনি বাংলাদেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দুদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং আমেরিকার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদের উত্থান ও তা থেকে গোটা বিশ্বের বিপদ সম্বন্ধে তিনি আমেরিকার সরকার ও জনগণকে লাগাতার সচেতন করছেন। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি Special US Congressional Recognition 2005, Lorenzo Natali Prize for Journalism 2006, Bangladesh Editors' Forum, Special Recognition 2007, Bangladesh Minority Lawyers Association Recognition 2007, প্রভৃতি বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন।

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

সংহতির তিন বছর পূর্ণ হচ্ছে

এসে গেল ১৪ই ফেব্রুয়ারী। হিন্দু সংহতির তিন বছর পূর্ণ হবে, অর্থাৎ তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস। মাত্র তিনটে বছর। কিন্তু এর মধ্যে অতিক্রম করেছে অনেকটা পথ। আর সেই পথ খুব মসৃণ ছিল না। মাত্র চার মাসের মাথায় গঙ্গাসাগরে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত, প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষ সহ ১৫ জন কর্মীর জেলযাত্রা। সেই শুরু। তারপর অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে তিন বছরের মাথায় পৌঁছাব আমরা কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। বাংলার গ্রাম গ্রাম থেকে বহু হিন্দু আসবে সেখানে। কেনই বা তারা আসবে, আর কেনই বা এই কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে আমাদের পাড়ি দেওয়া?

যে কারণে এই বন্ধুর পথে নামা, ঠিক সেই কারণেই আমাদের ডাকে ছুটে আসছেন হাজার হাজার হিন্দু নর-নারী। বাংলার হিন্দুকে অসম্মান ও অপমানের হাত থেকে বাঁচানো এবং হিন্দুর উপর বিধর্মী অত্যাচারের প্রতিকার করা। যারা সাতশো বছর এদেশে রাজত্ব করেছে, যারা এদেশটাকে ভেঙে নিজেদের ভাগ বুঝে নিয়েছে, যারা এদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে ধর্মান্তরিত করে নিয়েছে, তারা আজ বাহানা ধরেছে যে তারা নাকি অনগ্রসর, তাদের সঙ্গে নাকি বৈষম্য বঞ্চনা করা হয়েছে! তাই তাদেরকে আরও অনেক বেশি বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ইতিহাসের এ এক অদ্ভূত পরিহাস, আর এ পরিহাস হিন্দুর সঙ্গে। কোন নেতা-নেত্রী বলেন না, গুরুঠাকুর রাও বলেন না, কিন্তু বাংলার হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে জানে যে মুসলিমদের এই অনগ্রসরতা তাদের স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বেচ্ছাপরিকল্পিত। কারণ এই অনগ্রসরতাই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং রাস্তার দখল নিতে সাহায্য করে। বাংলার হিন্দুরা আজ হাড়ে হাড়ে জানে যে ওরা যতই অনগ্রসর হোক, ক্ষমতায়, আধিপত্য বিস্তারে ও এলাকা দখলে ওরা অনেক বেশি এগিয়ে। এর পরিণাম হিন্দুর কোণঠাসা হওয়া, অপমানিত হওয়া, অসম্মান ও নিপীড়নের শিকার হওয়া, তাদের ধর্ম লাঞ্ছিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়া। এই পরিণামই যখন বহুর ক্ষেত্রে ঘটে তাকেই বলা হয় মাইগ্রেশন বা এক্সোডাস অর্থাৎ গণপলায়ন। বাংলার হিন্দু বহু জেলায় আজ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন। দেগঙ্গার মতো অমানবিক ঘটনার পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও শক্তিশালী বিরোধী দলগুলি বাংলার হিন্দুকে আর ভরসা দিতে পারছেনা। কারণ বাঙালি হিন্দু যে ঘর পোড়া গরু। একবার তাদের ঘর পুড়েছে, বাংলা ভাগ হয়েছে, বাঙালি হিন্দু রিফিউজী হয়েছে। আবার সেই অশনি সংকেত তারা দেখতে পাচ্ছে। তাই প্রতিকারের পথ খুঁজছে। সেই পথ খোঁজার নামই হিন্দু সংহতি। তাইতো হিন্দু সংহতির ডাকে এগিয়ে আসেন হাজার হাজার হিন্দু নরনারী।

মাত্র তিন বছরে হিন্দু সংহতি এই অবস্থায় পৌঁছালো কি করে? কারণ আমরা নরম পথ, সহজ পথ বেছে নিইনি। সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি, শর্টকাট খুঁজিনি, আপোষ করিনি। হিন্দুকে আহ্বান জানিয়েছি—তার আত্মমর্যাদা ও পায়ের নিচের মাটি রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্য সংগ্রাম করতে হবে, গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই আহ্বানেই যারাই সাড়া দিয়েছেন, এক পা এগিয়ে এসেছেন, আমরা দু পা এগিয়ে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। তাদের সংগ্রামের সাথী হয়েছি। অনেকেই অনুভব করতে পেরেছেন, এক এক নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। হিন্দু গণ প্রতিরোধের ইতিহাস।

সেই ইতিহাসেরই অংশীদার হতে আগামী ১৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী অনেক পথ এসে মিলবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। হিন্দু জড়তা ও হিন্দু নির্বীর্য্যতার লজ্জা থেকে মুক্ত হয়ে, হিন্দু সাহস, শক্তি ও সক্রিয়তায় এই উত্তরণকে আশীর্বাদ জানাতে সেদিন মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন অনেক সাধু সন্ন্যাসী, দেশের অনেক সংগ্রামী নেতৃত্ব। আর উপস্থিত থাকবেন সুদূর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে দু-জন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ডঃ রিচার্ড বেন্‌কিন্ ও শ্রীমতী মিরিয়াম্ জোনস্।

আগামী ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী এই তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে আসবেন বহু মানুষ যারা এলাকায় এলাকায় আমাদের সংগ্রামের সাথী হয়েছেন। হিন্দুও লড়তে জানে, হিন্দুর লড়াইয়েও অন্য হিন্দু এগিয়ে আসে, দেশ-বিদেশ থেকে সহযোগিতার হাত এগিয়ে আসে—এই নতুন অভিজ্ঞতা যারা পেয়েছেন তারা আসবেন। তাই এই সম্মেলন শুধু অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের হবে না। এ হবে অনেক ছোট ছোট লড়াই-এর একত্রীকরণে এক বৃহৎ লড়াইয়ের সংকল্প নেওয়ার সম্মেলন। আসন্ন সেই বৃহৎ লড়াই-এর জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর সম্মেলন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাংলার সমস্ত হিন্দুকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

প্রথম পাতার শেষাংশ

....পলতায় খগেন দাস আক্রান্ত

এসে পড়ে। আর একটু হলেই তার পা থেঁতলে যেত। তাই তিনি রেগে গিয়ে ঐ ছেলেটিকে একটা থাপ্পড় মারেন। তখন ক্যাসেট তাদের বস্তিতে ফিরে গিয়ে অনেক মুসলমান জুটিয়ে নিয়ে এসে খগেনবাবুকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে। তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বাজারে প্রায় ২০০ দোকানদার দাঁড়িয়ে দেখে, তাদের সাহস নেই আটকানোর। খগেনবাবুকে মৃতপ্রায় অবস্থায় বারাকপুর বি.এন.বোস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাঁচদিন চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর ব্রেনের স্ক্যান করতে হয়। এখনও তিনি বাড়িতে চিকিৎসাধীন।

পলতা বাজার কমিটির পক্ষ থেকে নোয়াপাড়া থানায় অভিযুক্তদের নাম দিয়ে ডায়েরী করা হয়। পুলিশ দুজনকে তুলেও নিয়ে যায়। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পর থানা থেকেই ছেড়ে দেয়। কোন কেস দিয়েছে কিনা তা জানা যায় না। থানার ওসি-র নাম লোকমান রহমান।

বাজারের দোকানদাররা জানান, ওই মুসলিম পল্লীর সমাজবিরোধী সুকুর আলি, রমজান, মান্নান, সুমন, হান্নান বাজারে মস্তানি করে, আর পাশেই বন্ধ মহালক্ষ্মী কটন মিলের জমিতে পাহাড়পুর কুলিং প্রোজেক্টের যে বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্স হচ্ছে, সেখানে এরা এলাকার বড় মাস্তান শ্যাম মল্লিকের অধীনে মাসল্‌ম্যানের কাজ করে। শ্যাম মল্লিক অতি ঘনিষ্ঠ বিরাট ঠিকেদার রাহুল সিং-এর। আর এই রাহুল সিং অতি ঘনিষ্ঠ নোয়াপাড়ার তৃণমূল এম এল এ অর্জুন সিং-এর। অর্থাৎ যে সুকুর আলিদের সিপিএম রেলের জমিতে অবৈধভাবে বসিয়েছিল এবং এতদিন ব্যবহার করত বিরোধীদের হাত-পা ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে দিতে, সেই সুকুর আলিরাই এখন দিদির আঁচলের তলায় আশ্রয় পেয়েছে। ফল ভুগছেন সিপিএমেরই সমর্থকরা।

পলতা বাজারের এই ছোট্ট ঘটনাটি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় সুভাষ চক্রবর্তী, তড়িৎ তোপদারের মত সিপিএম নেতাদের দাপটের রহস্য, যারা সমর্থন পেয়েছিলেন রাইটার্সে জ্যোতিবাবু আর আলিমুদ্দিনে প্রমোদ-অনিল-বিমানদের কাছ থেকে। রশিদ খানের কথা মনে পড়ে? ১৯৯৩ সালের ১৬ই মার্চ রশিদ খানের বাড়িতে রাখা বোমার গোডাউন বিস্ফোরণে ৯০ জন লোকের প্রাণ গিয়েছিল। রশিদের ঐ বাড়ীটা ছিল লালবাজার ও রাইটার্সের নাকের ডগায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বদলা নিতে দাউদ ইব্রাহিমের মত রশিদ খানও তৈরি হচ্ছিল। রশিদ খান থেকে সুকুর আলি, মজিদ মাস্টার থেকে সেলিম— এইসব মণিমুক্তা একই সূত্রে গাঁথা। সেই সূত্র সযত্নে গেঁথে বুকে জামার নীচে ধারণ করে রেখেছিল সিপিএম। সেই মণিমালাই আজ কণ্ঠ পরিবর্তন করেছে। ফলে সিপিএম হয়ে গিয়েছে মণিহারা ফণি। সিপিএম লীডার ও ক্যাডারদেরকে এতদিনের অত্যাচারিত জনগণ আজ বলছে, দ্যাখ কেমন লাগে।

পাকিস্তানিদের চোখে

শ্বেতাঙ্গিনীরা সহজ মাংস

এই হেড লাইনটা অদ্ভূত মনে হচ্ছে? উপায় নেই। ৯.১.১১ তারিখের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত চার কলমের একটি সংবাদের "easy meat"—শব্দটির আর কোন অনুবাদ তো খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই এই শীর্ষক।

ইংলন্ডের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব ও বিদেশসচিব এবং লেবার দলের এম.পি. জ্যাক স্ট্র এক বিবৃতিতে ইংলন্ডের এক গোপন অভিশপ্ত অধ্যায়কে খুলে দিয়েছেন। আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন একটি কুখ্যাত মামলার রায় প্রকাশিত হওয়ার পর। নটিংহ্যাম কোর্টের রায়ে এক কুখ্যাত গ্যাং লিডার আবিদ মহম্মদ সাদিক (বয়স ২৭) কে ১১ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে, মহম্মদ রমান লিয়াকৎকে (বয়স ২৮) ৮ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। এদের গ্যাং-এর প্রায় সবাই পাকিস্তানি। আর এদের শিকার ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েরা।

পুলিশের সি.সি.টিভি দেখাচ্ছে এই গ্যাং-এর সদস্যরা দামী বি.এম.ডব্লু গাড়িতে চেপে লন্ডনের রাস্তায় ঘুরে কিভাবে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের শিকার করে। অস্ত্র তাদের দামী গিফট, মদ ও ড্রাগস্। এই দিয়ে প্রলুব্ধ করে একের পর এক তাদের ধর্ষণ করে। সাদিকের বিরুদ্ধে ২৯টি অভিযোগের মধ্যে ১৪টি প্রমাণিত হয়েছে। লিয়াকতের বিরুদ্ধে ১৮টি চার্জের মধ্যে ১০টি প্রমাণিত হয়েছে। এই কুখ্যাত গ্যাং-এর বিরুদ্ধে পুলিশ ৭৫টি অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে যাতে ২৬টি মেয়ে এদের শিকার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে এদের শিকারের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক মেয়েই অভিযোগ জানাতে আসেনি।

ইংল্যান্ড, আমেরিকায় যৌন অপরাধ কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু সংগঠিত পাকিস্তানি যৌন অপরাধীদের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় ইংল্যান্ডে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। রাজনীতিবিদ্‌রা যারা মুসলমানদের ভোটভিখারী তারাও মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। জ্যাক স্ট্র যেখান থেকে এম.পি., সেই ব্ল্যাকবার্ণ এলাকায় প্রায় অর্ধেক মুসলমান। অধিকাংশই পাকিস্তানি। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এই পাকিস্তানি যৌন বিকৃতকামীরা সাদা চামড়ার মেয়েদেরকে সহজ মাংস অর্থাৎ শুধুই ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখে। লিয়াকতের ভাই নৌয়ীদ ঐ একই অপরাধে পেয়েছে ১৮ মাসের কারাদণ্ড। গ্যাং-এর আর এক সদস্য ফৈয়জল মেহমুদ (২৪ বছর) একজন শিশুর সঙ্গে তার যৌন অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাদিক ও লিয়াকতের দাড়ি-গোঁফ সুন্দরভাবে কামানো। দেখে বোঝার উপায়ই নেই ওরা মুসলিম। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় (৯-১-১১) খবরে জানা যাচ্ছে, যখন থেকে এদের বিচার শুরু হয়েছে তখন থেকেই এরা লম্বা দাড়ি রাখা শুরু করেছে এবং বর্তমানে ইসলামিক পোষাক পরিধান করছে।

পাকিস্তানের রমাদান ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা মহম্মদ সাদিক এই প্রসঙ্গে বলেন, ''যদিও কিছু ঘটনায় শ্বেতাঙ্গ মানুষরা যৌন অপরাধে লিপ্ত, কিন্তু অধিকাংশ যৌন অপরাধী মুসলমান। কিছু মুসলমান আছে তারা ভাবে—যতক্ষণ এই যৌন অপরাধীরা তাদের বোন ও কন্যাকে টার্গেট না করছে ততক্ষণ এটা তাদেরকে বিচলিত করে না। এটা এক রকমের জাতি-বৈষম্য যা সভ্য সমাজে চলতে পারে না। এই ধরণের লোকেরা মনে করেন যে সাদা চামড়ার মেয়েরা আমাদের মেয়েদের থেকে কম মূল্যবান''।

[সূত্র ঃ The Telegraph, 9-1-11]

বনগাঁয় মোটর সাইকেলে র‍্যালি

৯ই জানুয়ারী বনগাঁ শহরে একটি মোটর সাইকেলে র‍্যালি করে সংহতি কর্মীরা। পঞ্চাশটি মোটরবাইকে চেপে ১৫০ জন সংহতি কর্মী জাতীয়দাবাদী শ্লোগান দিতে দিতে পুরো বঁনগা শহরে পরিক্রমা করে। ১৬ই জানুয়ারী বনগাঁয় রক্তদান কর্মসূচী ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশের প্রচার করতে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি, বাইকে সংহতির ঝান্ডা নিয়ে র‍্যালি শুরু হয় বনগাঁর টাউন হল ময়দান থেকে। পুরো শহর ঘুরে যায় পেট্রাপোল চেকপোস্টে বাংলাদেশ সীমান্তে। বি এস এফের জওয়ানরা সংহতি কর্মীদের জয়শ্রীরাম ধ্বনিতে সাড়া দেয় ও স্বাগত জানায়। তারপর মিলিটারী রোড ধরে আসে মতিগঞ্জে। সেখান থেকে পাইকপাড়া, সুখিয়া, আনারপুকুর, কালমেঘা, বাঁশঘাটা, মালিপোতা, বাগানগাঁ, ট্যাংরা কলোনী, গ্রাম ট্যাংরা, পাট শিমুলিয়া, গ্যাঁড়াপোতা ও বহু গ্রাম অতিক্রম করে বিকাল পাঁচটায় বনগাঁ শহরে ফিরে আসে। এই র‍্যালি বনগাঁর রাজনৈতিক নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

...সম্মেলনের বিশেষ অতিথি

ডঃ বেন্‌কিন কাশ্মীরকে দক্ষিণ এশিয়ার ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক বলেছেন, কাশ্মীরি উগ্রপন্থীদের তিনি প্যালেস্টানীয় উগ্রপন্থীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ভারতবাসীকে সাবধান করেছেন যে গোটা ভারতবর্ষকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য কাশ্মীর হল একটি মধ্যবর্তী পদক্ষেপ। ডঃ বেন্‌কিন ''ইন্টারফেথ স্ট্রেইন্থ'' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীমতী মিরিয়াম জোন্স ঃ এই মহিলা অস্ট্রেলিয়ার একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি 'নিউ সাউথ ওয়েলস্ বোর্ড অফ জুইস ডেপুটিজ'' এক্সিকিউটিভ কমিটির একজন কর্মকর্তা। তিনি ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়াতে "Concerned Citizens" নামে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী লবিং গ্রুপ তৈরী করেন। শ্রীমতী জোন্স "Woman Power" সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের পাশে ওয়েভার্লি লোকাল গভর্ণমেন্ট এরিয়া থেকে জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কারা করবে ধর্মের সংস্কার ? (৩)

তপন কুমার ঘোষ

একাদশ শতাব্দী থেকে ভয়ংকর যবন অত্যাচার ও নৃশংসতার (Presecution) হাত থেকে হিন্দু বা সনাতন ধর্মকে বাঁচাতে ভক্তির পথ নেওয়া শুরু হয়েছিল। তার তবু একটা যুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মোক্ষ অনুসন্ধানের এত বাড়াবাড়ির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথা থেকে এই বিকৃতি এল আমাদের সমাজে? মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? মোক্ষপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ। কিসের মুক্তি? আত্মার মুক্তি। কিভাবে হবে? পুনর্জন্ম থেকে রেহাই পাওয়া। জন্মলাভ মানেই তো দুঃখভোগ আর মোহ। তাই এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। তাই ধর্ম টর্ম যারা মানে, তারা সবাই ছুটছে মোক্ষলাভের জন্য। আসলে কেউই ছোটেনা। এ এক অদ্ভুত ভন্ডামি বা আত্মপ্রবঞ্চনা, যার পরিণাম অতি খারাপ। যদি সত্যিই মোক্ষ চাইত, তাহলে নাতি নাতনির উপর এত টান কেন? টাকা পয়সার উপর এত মায়া কেন? তাই মোক্ষের আকাঙ্খাটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সত্য নয়। বহু জন্ম কর্মের পর যখন কর্মের বন্ধন কাটবে, তখন মোক্ষের আকাঙ্খা তৈরী হবে। এই কর্মের বন্ধন কাটবে কর্ম ত্যাগ করে নয়, নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে। মানুষ নিষ্কাম অর্থাৎ কামনাহীন কখন হবে? যখন মোহ কাটবে। কিসের প্রতি মোহ? নিজের শরীরের প্রতি ও আপনজনের প্রতি। যখন আপনজন আর পরের মধ্যে ভেদ কমবে, তখনই কর্ম হবে মোহহীন আর নিষ্কাম। তার আগেই মোক্ষ মোক্ষ করলে কর্মটাই গুলিয়ে যায়। আর আমাদের সমাজের তাই গিয়েছে। একদিকে মুখে মোক্ষ মোক্ষ করছে, আর অন্যদিকে মোহের বশে যত অকর্ম আর কুকর্ম করছে। তাই দেখা যায়, যার মালা তিলক যত বড়, মুখে ঠাকুরের নাম যত বেশী, ব্যবসায় দুর্নীতি তার তত বেশী। একথা শুনে অনেকেরই খারাপ লাগবে, কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা তাই।

কিন্তু ধর্মের নাম নিয়ে, ধর্মের বাহ্যিক চিহ্নগুলি বেশী করে বহন করে এত অধর্ম যারা করছে, তারা কি নিজের বিবেকের কাছে কোন সাফাই দিচ্ছে না? নিশ্চয় দিচ্ছে। সেই সাফাইটা হচ্ছে ধর্ম আর কর্মকে আলাদা রাখা। তারা ভাবে, ধর্ম করছি মোক্ষের জন্য, আর কর্ম করছি নেহাতেই সংসারের জন্য। দুটো পৃথক। তাই কর্মের দিকে যতই জাল-জুয়াচুরি করি না কেন, যতই মানুষকে ঠকাই না কেন, তাতে আমার ধর্মের দিকটা ব্যাহত হবে না। মোক্ষ মোক্ষ করার এই হল চরম কুফল, যা আমাদের সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে। সুতরাং যে গুরুরা অথবা ধর্মব্যবসায়ীরা অনধিকারীকে অর্থাৎ সময় আসার পূর্বেই শিষ্যকে মোক্ষের উপদেশ দেন, তাঁরা চরম ক্ষতি করছেন। তাঁরা মানুষকে কর্তব্যচ্যুত করেছেন। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা ও অনাচার। সর্বসাধারণ মানুষের জন্য মোক্ষধর্ম জরুরী নয়। তার থেকে অনেক বেশী জরুরী কর্তব্যধর্ম। (এ বিষয়টা আগে একটা লেখায় লিখেছিলাম। এখানে পুনরুক্তি করতে হচ্ছে।) তাই সংসার ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম, ছাত্রধর্ম, পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম, যুগধর্ম, যৌবনধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম, আপদ্ধর্ম---এই শব্দগুলি বহুল প্রচলিত এবং সহজবোধ্য। সাধারণ মানুষ সহজেই এগুলোর মানে বোঝে এবং ব্যবহার করে। এই প্রত্যেকটি শব্দেরই অর্থ—কর্তব্য, পৃথক পৃথক ভূমিকায় বা অবস্থানে। রাজার কর্তব্য রাজধর্ম, প্রজার কর্তব্য প্রজাধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ক্ষাত্রধর্ম, ছাত্রের কর্তব্য ছাত্রধর্ম, যৌবনকালে যুবকের কর্তব্য যৌবনধর্ম, আপৎকালে কর্তব্য আপদ্ধর্ম। এই কর্তব্যগুলি কী কী—সেই শিক্ষাই সাধারণ মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সেটাই ধর্মশিক্ষা। সেই শিক্ষাদানে আমাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাঁরা এই কর্তব্যধর্মের শিক্ষা না দিয়ে মোক্ষধর্মের শিক্ষা দিয়ে সমাজকে বিপথচালিত করেছেন। তাঁরা সমাজকে কর্তব্যচ্যুত করেছেন।

এইবার আমি পা দেব এক অগ্নিকুণ্ডে। আমি উপরে যে অভিযোগ করলাম, সেই অভিযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও আমি অভিযুক্ত করছি। তিনি গৃহস্থের জন্য বহু উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে কি গৃহী? আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি গেরুয়া পরেন নি, সন্ন্যাস দীক্ষা নেননি এবং পত্নী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং প্রথাগতভাবে তিনি সন্ন্যাসী নন, তিনি গৃহী। অথচ, একথা স্পষ্ট যে তিনি একজন পূর্ণ গৃহী নন। আর তাঁর ভক্তবৃন্দরা তো তাঁকে সাধু বা সন্ন্যাসী বলেই মনে করে। সুতরাং, গৃহস্থের পূর্ণ জ্ঞান তাঁর ছিল কী? ভক্তবৃন্দ, মাপ করবেন। আদি শঙ্করাচার্য্য, যিনি ৮ বছর বয়সে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছিলেন, ১৬ বছর বয়সে বেদের ভাষ্য লিখেছেন, তাঁরও গৃহস্থের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। মন্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে কোন গৃহস্থ রাজার কায়াতে প্রবেশ করে তাঁকে সেই জ্ঞান নিয়ে আসতে হয়েছিল। আমাদের ব্যাস, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য---সকলেরই সেই জ্ঞান ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সেই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। অথচ তিনি গৃহস্থদের উপদেশ দিচ্ছেন—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর, একটি দুটি সন্তান হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। এ তো চরম বিভ্রান্তি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ১৫টি সন্তান ছিল, বশিষ্ট অরুন্ধতীর ১০০ সন্তান ছিল। শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ১৫টি সন্তান ছিল। কেশববাবু, আমাদের মাস্টারমশাই হাওড়া গার্লস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তাঁর বাড়িতে ছোটবেলায় যেতাম। অবাক হয়ে দেখতাম, অতগুলি সন্তান, এক তরকারি ভাত, কিন্তু তাও সবসময় বাড়িতে একজন অতিরিক্ত ছাত্র থাকে---গরীব আত্মীয় অথবা অন্য কেউ। এই বশিষ্টদেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র—এঁরা কি কর্ম ধার্মিক ছিলেন? পাঠকগণ আমাকে মাপ করবেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতকরা ৯৯ ভাগ শিষ্যের থেকেও এঁরা অনেক বেশী ধার্মিক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পালন করলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও পেতাম না, নেতাজীকেও পেতাম না, আর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেও পেতাম না। আরও বলি, স্বামী বিবেকানন্দের সুবিশাল রচনাবলী পড়ে দেখুন---স্বামীজি তাঁর পরমরাধ্য গুরুর এই উপদেশ repeat করেন নি।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা কার কর্তব্য-গৃহীর না সন্ন্যাসীর? ভারতের মাটির নীচে সোনা নেই। তাও বহু যুগ ধরে ভারত স্বর্ণভাণ্ডার হয়ে আছে। আজও। ভারতের এই ঐশ্বর্য্য যুগে যুগে সারা বিশ্বের বণিককুলকে আকৃষ্ট করেছে এখানে। আজও করছে। আমাদের চাঁদ সদাগরেরা এদেশের উন্নতমানের পণ্য নিয়ে গিয়ে সারা বিশ্ব থেকে সোনা তুলে নিয়ে এসে এদেশকে স্বর্ণভাণ্ডার বানিয়েছিলেন। সে সোনা শুধু ঐ সদাগরদের ঘরেই থাকত না। ঐ উন্নতমানের পণ্য যারা তৈরী করতেন, অর্থাৎ কামার, কুমোর, তাঁতী, চাষী—তাদের ঘরেও ঐ সোনা পৌঁছাত ও জমত। তাই তো এদেশকে 'সোনে কী চিড়িয়া' বলা হত। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মেনে এদেশে গৃহস্থরা কাঞ্চন ত্যাগ করলে কি এটা হত? হত না। বরং তার বদলে গৃহস্থরা কর্তব্যচ্যুত হয়ে গরীব হত, আর দেশটা ভিখিরি হত।

সুতরাং, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করার উপদেশ গৃহীর জন্য নয়, সন্ন্যাসীর জন্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত যেন গৃহীদের বেদে পরিণত হয়েছে। ফলে হয়েছে অশাস্ত্রীয় বিভ্রান্তি। এর গোড়ায় আছে ঐ তথাকথিত মোক্ষধর্ম। উপযুক্ত সময় আসার আগেই সবাইকে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে মোক্ষের পেছনে ছোটানো। তারই অমোঘ পরিণাম—তাকে কর্তব্য ভুলিয়ে দেওয়া। সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের শাস্ত্রে স্পষ্ট করে চতুর্বর্গ বা চার পুরুষার্থ পালনের কথা বলা হয়েছে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এই চার পুরুষার্থের ব্যাখ্যা অনেকে অনেকরকম ভাবে করেন। কিন্তু যেভাবেই করা হোক না কেন, ধর্ম ও মোক্ষের থেকে অর্থ ও কামের গুরুত্ব কোন অংশে কম দেওয়া হয়েছে কী? এছাড়া শাস্ত্রে আছে, সমাজে ছিল চার আশ্রম। চূড়াওয়ালা আশ্রম নয়। জীবনের চারটি পর্যায় ঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এখানেও কোন্টার গুরুত্ব কম? কোনটারই নয়। জীবনের শেষ পর্যায় সন্ন্যাস। তখন মোক্ষের চিন্তা। কিন্তু এই সকল পর্যায়েই ধর্ম থাকবে। কর্তব্যধর্ম। প্রত্যেক পর্যায়ের পৃথক পৃথক ধর্ম, অর্থাৎ পৃথক পৃথক কর্তব্য। সহজভাবে—ব্রহ্মচর্য্য পর্যায়ের (ছাত্রাবস্থা) কর্তব্য শিক্ষালাভ ও সংযমের দ্বারা নিজেকে তৈরী করা, গার্হস্থ্য পর্যায়ের কর্তব্য বংশরক্ষা বা প্রজাবৃদ্ধি, পরিবারের উন্নতি ও সুপরিচালনা, সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি, অতিথি সেবা ও বিভিন্ন সামাজিক দায়দায়িত্ব (ভূমিকা) পালন করা; বাণপ্রস্থ পর্যায়ের কর্তব্য ঃ পরিবারের উন্নতি ও মঙ্গলকামনার গণ্ডিটাকে অতিক্রম করে শুধু সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করা। সর্বশেষে সন্ন্যাস পর্যায়ে পরিবার, সমাজ সবকিছুকে তুচ্ছ করে বিশ্বনির্মাতার কাছে পৌঁছানো বা পরমাত্মার সঙ্গে নিজ আত্মাকে একীভূত করে দেওয়ার সাধনায় রত হওয়া, যার নাম মোক্ষের জন্য সাধনা। এই চারটি পর্যায়ের কর্তব্য শিক্ষা দেওয়াই ধর্মশিক্ষা। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করার' উপদেশ কখনই গৃহীদের জন্য সঠিক হতে পারে না। এতে বিভ্রান্তি ও অনর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। এর থেকে আমি বনেদী মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে যে conventional wisdom -এর কথা শুনেছি—তাকে অধিকতর উপযুক্ত মনে হয়েছে। এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছে, ''শো হাত সে কামাও, হাজার হাত সে বাঁটো''। (ক্রমশঃ)

বিচার পেল না নমিতা

গত অক্টোবর মাসে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৭নং কুমরাখালী গ্রামের ওঝা পাড়ার বাসিন্দা একা ওঝা-র স্ত্রী শ্রীমতি নমিতা ওঝার উপর ঘটে গেল এক অমানবিক অপমানসূচক ঘটনা।

৭নং কুমরাখালীর শ্মশানের পাশে একা ওঝার তালগাছের পাতা কাটাকে কেন্দ্র করে এক মুসলিম দুষ্কৃতি উক্ত হিন্দু নারীর সম্মানহানিতে সচেষ্ট হয়। অভিযোগ, তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় চড়াবিদ্যার অঞ্চল প্রধান সবদেল মোল্ল্যা। ঐ মুসলিম দুষ্কৃতি বিনা অনুমতিতে বলপূর্বক ঐ একা ওঝার তালগাছের পাতা কাটতে থাকে তার ঘর বানাবে বলে। তা নিয়ে শ্রীমতি নমিতা ওঝা প্রতিবাদ করতে গেলে ঐ দুষ্কৃতি তাকে অকথ্য ভাষার গালিগালাজ করতে থাকে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ঐ হিন্দু মহিলাকে একা পেয়ে গাছকাটা হাসুয়া নিয়ে গলা কাটার ভয় দেখায় এবং সজোরে ঐ মহিলাকে মারধোর করে। তাতে ঐ রুগ্নপ্রায় মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে, এই সুযোগে তার উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়। পরে জ্ঞান ফিরলে তার শারীরিক দুর্বলতার প্রভাবে গ্রামের অনেকেই তা অনুমান করতে সক্ষম হয় যে তার উপর কেমন অত্যাচার করা হয়েছে। এ ঘটনায় অঞ্চল প্রধান সবদেল মোল্ল্যার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি সিনেমার নকলে কিছু মুসলিম ছেলেকে দাঁড় করিয়ে নমিতা ওঝাকে বলেন, ''কে তোমার উপর অত্যাচার করেছিল''? তাতে ঐ মহিলা সঠিক অপরাধীকে চেনাতে পারে। সবদেল মোল্ল্যা তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন— ''ও কেন তোমাকে মারতে যাবে। ও তো দোকানে ছিল। ওর কাছে আমি বিড়ি কিনে এনেছিলাম, তোমাকে তাহলে ভূতে মেরেছে।'' রাজনৈতিক চাপে বাসন্তী থানা এই ঘটনার কোন এফ.আই.আর. নেয়নি। এছাড়াও এর কোন সঠিক বিচার আজও হয়নি।

বারাসাতে সংহতির ধর্ণা

গত ২৩ শে ডিসেম্বর উত্তর ২৪পরগণা জেলার সদর বারাসাতে জেলা শাসকের অফিসের সামনে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ধর্ণা দেওয়া হয়। জেলায় একের পর এক হিন্দু নিপীড়নের ঘটনা ঘটতে থাকায় ও হিন্দুদের প্রতি প্রশাসনের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এই ধর্ণা আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, চঞ্চল দেবনাথ, সুষেন বিশ্বাস, অভিজিৎ মিশ্র ও সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। ধর্ণার শেষে জেলাশাসকের দপ্তরে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নিমপীঠে সংহতির সভা

গত ৮ জানুয়ারী জয়নগর থানার নিমপীঠে 'সুকান্ত সংহতি ক্লাব' প্রাঙ্গণে হিন্দু সংহতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আশপাশের গ্রাম থেকে প্রায় ২৫০ ব্যক্তি যোগদান করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ, যুধিষ্ঠির মন্ডল, ফুটিগাদা অঞ্চলের উপপ্রধান ভীষ্মদেব মন্ডল, স্থানীয় ডাক্তার শ্যামসুন্দর মন্ডল, উৎপল মন্ডল ও আরও অনেকে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংহতির রাজ্য কমিটির সদস্যা শ্রীমতি সোনালী নস্কর। ক্লাবের সম্পাদক সমীর চক্রবর্ত্তী সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, এই ধরণের সমস্ত কর্মসূচীতে তাঁদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া হবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতিও এই সভা থেকে শুরু হয়ে যায়।

শিয়াখালায় সম্মেলন

গত ৯ই জানুয়ারী হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার শিয়াখালাতে সংহতির কর্মী সম্মেলন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে। শিয়াখালা বাজারে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ, বিকর্ণ নস্কর ও আশিষ মান্না। সভাপতিত্ব করেন এলাকার হিন্দুত্ববাদী নেতা বিশ্বনাথ সী। পথসভার শেষের পর কয়েকজন মুসলিম ও তিনজন হিন্দু দালাল সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তা আশিষ মান্নাকে ঘিরে ধরে ও কিছু আপত্তিজনক উক্তি করলে স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসে ঐ দুষ্কৃতকারীদের প্রতিহত করেন। এই পথসভায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

অর্ক, শৈলেন্দ্র পর এবার

বনগাঁর শিবানন্দ

চব্বিশ বছরের যুবক শিবানন্দ দেবনাথ, বাড়ি বনগাঁ থানার গাঁড়াগোতা গ্রামে। বর্তমানে সে মাথা কাটা ও হাত ভাঙ্গা অবস্থায় শুয়ে আছে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। এখানেই তার দুর্গতির শেষ নয়। তার হাতে লোহার হাতকড়ি বাঁধা। সেই অবস্থাতেই তার চিকিৎসা চলছে। তার অপরাধ, সে হাসিনা মন্ডলকে ভালবেসেছিলো, যার বাপ কামালউদ্দিন, পেশায় গরুকাটা কসাই।

বাসুদেব দেবনাথের ছেলে শিবানন্দ ও হাসিনার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক ৮-৯ বছরের। শিবানন্দ ইলেট্রিক মিস্ত্রি। হাসিনার বয়স ১৯ বছর। কলেজে বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কামালউদ্দিনের নিষেধ না মেনে তারা সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল। কামালউদ্দিনের পক্ষে এতবড় অধার্মিক কাজ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। গত ১ জানুয়ারী রাত প্রায় ১২ টার সময় শিবানন্দ পিকনিক সেরে বাড়ির দিকে ফিরছিলো হাসিনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। হাসিনার বাবা কামালউদ্দিন, জেগে ছিল। সে শিবানন্দকে বাড়ির ভিতরে ডাকে। শিবানন্দ কোন সন্দেহ না করে বাড়িতে প্রবেশ করে। তাকে একটা ঘরে বসিয়ে হঠাৎ কামালউদ্দিন, তার গরু কাটা বড় কাটারী দিয়ে শিবানন্দকে এলোপাতারী কোপ মারতে থাকে। সঙ্গে অকথ্য গালাগালি। শিবানন্দ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। সে কোনরকমে হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কাটারীরর কোপ খেতে খেতে সে রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটে পালায়। বাড়ি ও পাড়ার লোক তাকে বনগাঁ থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু তার ডায়েরী বা কেস থানা গ্রহণ করে না। শিবানন্দকে হাসাপাতালে যেতে বলে। শিবানন্দকে বাড়ির লোকেরা বনগাঁ হাসাপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দেয়। আঘাত তার খুবই গুরুতর। মাথা ফেটে গিয়েছে, বাঁ হাতে কাটারীর কোপে গড়েছে। মাথায় ৬টা সেলাই এবং বাঁ হাতে ৯টা সেলাই পড়ে। তার পরে ঘটল আরো আশ্চর্য্য ঘটনা।

পরের দিন বনগাঁ থানা থেকে পুলিশ হাসাপাতালে এসে গুরুতর আহত হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী শিবানন্দের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল। পুলিশ জানালো যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেডের পাশে পুলিশ পাহারা বসে গেল।

সংহতি কর্মীদের কাছে খবর আসলে তারা হাসপাতালে গিয়ে শিবানন্দর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা জেনে থানায় যোগাযোগ করলো। থানা থেকে পুলিশ জানলো যে হাসিনাদের বাড়িতে চুরির অভিযোগে শিবানন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংহতি কর্মীরা পুলিশের কাছে জানতে চাইলো, শিবানন্দকে প্রাণঘাতী আঘাত করার পরেও কামালউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হলো না কেন? পুলিশের উত্তর-আত্মরক্ষায় কামালউদ্দিন আঘাত করেছে। তাই তার সে অধিকার আছে। পুলিশের এতবড় নিরপেক্ষ ভূমিকা দেখে আর পুলিশের কাছে কোন প্রতিকারের আশা না করে সংহতি কর্মীদের প্রচেষ্টায় কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে বনগাঁ কোর্টে কেস দায়ের করা হয়েছে।

এই ঘটনায় শিবানন্দদের একটাই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে হাসিনাদের সাথে প্রেম করতে হলে কাটারী বা রামদা'য়ের জোর থাকা চাই। এই জোর না থাকার জন্যই অনুরূপ ঘটনায় অর্থাৎ মুসলিম মেয়েকে ভালবেসে মুর্শিদাবাদে নিহত হতে হয়েছে শৈলেন্দ্র প্রসাদকে আর বাদুড়িয়ায় সারা শরীর পুড়ে প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গিয়াছে অর্ক ব্যানার্জী।

মিনাখায় প্রশাসনিক মুসলিম তোষণ

গত ১৪ই ডিসেম্বর মালঞ্চ কালিতলা মিলন সংঘের পরিচালনায় জগদ্ধাত্রী পূজাতে মুসলিম দুষ্কৃতিরা তাদের পরিকল্পনা মাফিক দাঙ্গার যে চেষ্টা করেছিল তার বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর। তাতে অনেকেই আহত হয়েছিল। সেই ঘটনায় থানার ও.সি-অরিন্দম মুখোপাধ্যায় দুষ্কৃতির ইটের আঘাতে আহত হন এবং তিনি ঐ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মিনাখা প্রশাসন আজও ঐ মুসলিম দুষ্কৃতি-রাকিবুল গাইন, জয়নাল মোল্ল্যা, মস্তফ, জামানুল্লা, হাকিম, আইজুল প্রভৃতিদের গ্রেপ্তার না করে তাদের জামাই আদর করছেন, আর কালিতলার হিন্দুদের মনে ক্ষোভ ও ভয়ের সঞ্চার করছেন। ঐ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করা সত্ত্বেও এফ, আই, আর বা ডায়েরি নম্বর আজও হিন্দুরা হাতে পায়নি। এটা কি প্রশাসনিক মুসলিম তোষণ নয়?

বসিরহাট জেলা সম্মেলন

গত ২৫শে ডিসেম্বর মধ্য চৈতল বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে সংহতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন হিন্দু সংহতির রাজ্য সভাপতি তপন কুমার ঘোষ। তিনি বক্তব্যে দেশ, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তব যুক্তিপূর্ণ ভাষণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন। বাংলার যুবকদের এক নতুন বিজয়মন্ত্রে তিনি অভিমন্ত্রিত করেন। সবশেষে তিনি বর্তমান বাংলার সমাজের পরিস্থিতির কথা অবগত করিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

তাঁর যুক্তিপূর্ণ ভাষণে সংহতির প্রধান ও নবীন কর্মীরা ভবিষ্যতের নতুন কর্মোদ্যমের প্রেরণা লাভ করে এবং তারা এই প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়—" আমরা দ্বিতীয়বার বাংলাকে ভাগ হতে দেব না। আমরা আবার রিফিউজি হব না, আমাদের মাটি মাকে বাঁচাতে আমাদেরকে মূল্য দিতে হবে।" কর্মীরা হিন্দু সংহতি কি জয়, জয়শ্রীরাম ধ্বনি তোলে।

এই সম্মেলনের সন্ধ্যাকালীন বৈঠকে উপস্থিত হন সংহতির রাজ্য সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে। তিনি হিন্দু সংহতির পরিকাঠামো সম্পর্কে অবগত করান।

২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দে (রাজ্য সম্পাদক), সাগর বাগ (প্রদেশ কমিটির সদস্য), সুবীর মন্ডল, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ (বসিরহাট জেলা সভাপতি)।

অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায়ছিলেন তন্ময় পাল (বসিরহাট জেলা সম্পাদক), প্রদীপ মন্ডল (জেলা সহ সম্পাদক), প্রদীপ দাস (মিনাখা ব্লক সভাপতি) ও মৃত্যুঞ্জয় সাউ (জেলা সংগঠন সম্পাদক)।

ভেবিয়ার মন্দিরে গহনা চুরি

গত ১৫ই ডিসেম্বর গভীর রাতে ভেবিয়ার বাদল মহারাজের আশ্রম নিকটস্থ দুটি মন্দিরের দেব বিগ্রহের গহনা চুরি হয়ে যায় দুষ্কৃতিদের চক্রান্তে। বর্তমানে এমন ঘটনা সংখ্যায় অধিক।

এমন ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। গত ১৪.২.১০ তারিখে বসিরহাটের পিফাতে মুসলিম দুষ্কৃতি কর্তৃক শিব, কালি ও শীতলা মন্দিরের মূর্তি ভাঙা হয়। প্রতিবাদে হিন্দুরা রাস্তা অবরোধ করে। তাতেও প্রশাসন নিরুত্তর থাকে। হায়! আমরা কি মধ্যযুগে বাস করছি, যেখানে প্রতিনিয়ত মন্দির, ভাঙা, মূর্তি ভাঙা, দেব বিগ্রহের গহনা চুরি প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ঘটছে, আর প্রশাসন সেখানে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

কাসভদের চাহিদা

মুসলিমস্থান

মুম্বাই ১৯ নভেম্বর ২০১০ ঃ-- আজমল কাসভের নাম সবাই জানে। মুম্বাইয়ের তাজ হোটেল ও আরও তিনটি স্থানে আক্রমণ করে তিনশো ভারতীয়কে হত্যা করেছিল জেহাদের পুণ্য অর্জন করার জন্য যে পাকিস্থানি সন্ত্রাসবাদীরা, তাদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ধরা পড়ে এই আজমল কাসভ্। ন-জন পাক্ জেহাদি আমাদের সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ করতে করতে নিহত হয়। এরা সকলেই লস্কর-ই-তৈবার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী।

আজমল কাসভকে জামাই আদরে রেখে তার বিচার চলছে। মুম্বাই হাইকোর্ট তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। সেই রায় এর বিরুদ্ধে কাসভের আপিলের শুনানি চলছে। এই শুনানি চলাকালীন সরকার পক্ষের উকিল উজ্জ্বল নিকম হাইকোর্টকে একটি তথ্য জানান যা এতদিন অজানা ছিল। তথ্যটি হচ্ছে, লস্কর-ই-তৈবার যে সব নাটের গুরুরা কাসভদেরকে মোবাইল ফোনে নির্দেশ দিচ্ছিল, সেই কথোপকথন আমাদের পুলিশ রেকর্ড করেছে। জেহাদি সন্ত্রাসের ঐ নায়করা ফোনে কাসভদের নির্দেশ দিচ্ছিল যত বেশি সম্ভব ভি.আই.পি.দেরকে তাজ হোটেলের কোন রুমে বন্দী করে রাখতে, যাতে ভারতের মধ্যে আর একটি পৃথক মুসলিম রাজ্য গঠন করতে ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া যায়। আর তার সঙ্গে তাদের চাই কাশ্মীরের স্বাধীনতা। অর্থাৎ ভারত থেকে বিছিন্ন করা।

উজ্জ্বল নিকম-এর দেওয়া এই তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐ জেহাদিরা শুধু হিন্দু, খ্রীষ্টান আর ইহুদী হত্যা করতেই আসেনি, তারা ভারতের বুকে আর একটা মুসলিম স্থান গঠন করার জন্য এসেছিল। কোরান নির্দেশিত দার-উল্-ইসলাম স্থাপনের পথে আর একটি পদক্ষেপ।

[সূত্র ঃ **Hindu Voice**, ডিসেম্বর 2010]

এই পত্রিকা পাওয়া যাবে

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405